গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-সিডিএমপি

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন ও ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন

বাস্তবায়নে ঃ ধানগড়া ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ।

সূচী পত্র

মুখবন্ধ.. I

কৃতজ্ঞতা স্বীকার..II

ভূমিকা ও পটভূমি ঃ

....০১

১। এলাকা পরিচিতি ঃ

....০১

২। কেন এ এলাকায় সিআরএ করা হলো ঃ

....০১

৩। স্টেকহোল্ডার ঃ

....০১

৩.১। কর্মশালার স্থান ও তারিখ ঃ

....০১

৪। স্থানীয় এলাকা, সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০২

৪.১। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০২

অবস্থান/ আয়তন ঃ

....০২

প্রকৃতি ঃ

....০২

জনসংখ্যা ঃ

....০৩

যোগাযোগ, অবকাঠামো ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

....০৩

শিক্ষার হার ঃ

....০৩

স্বাস্থ্য সেবা ঃ

....০৪

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ

....০৪

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

....০৪

সূচী পত্র

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ

....০৪

মাটির প্রকৃতি ঃ

....০৫

কৃষি ও খাদ্য ঃ

....০৫

বনায়ন ঃ

....০৫

জীব বৈচিত্র্য ঃ

....০৬

পানি ও পয়নিষ্কাশন ঃ

....০৭

পশু পালন ঃ

....০৭

৪.২। স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০৭

সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ

....০৭

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ

....০৮

ধর্মীয়/সামাজিক দল ঃ

....০৮

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

....০৮

৫। স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত ঃ

....০৯

বন্যার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....০৯

ঝড়ের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....০৯

খরা প্রবণতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

....০৯

জলাবদ্ধতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

....১০

সূচী পত্র

অতিবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
শিলাবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
রোগ বালাই এর ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
কুয়াশার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
৬। সরকারী/বেসরকারী বরাদ্দ ঃ
....১০
টিআর ঃ
....১০
কাবিখা ঃ
....১০
কাবিটা ঃ
....১১
কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর পরিকল্পনা ঃ
....১১
ভিজিডি ঃ
....১১
৭। ঝুঁকি মোকাবেলার প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রস্তুতি ঃ
....১১
বন্যা ঃ
....১১
ঝড় ঃ
....১১
খরা ঃ
....১১
নদীভাঙ্গন ঃ
....১২
জলাবদ্ধতা ঃ
....১২
কুয়াশা ঃ
....১২

সূচী পত্র

৮। এলাকা পরিভ্রমন ঃ
....১২
প্রক্রিয়া ঃ
....১২
৯। এলাকার সার্বিক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতা ঃ
....১৪
৯.১। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপদসমূহ ঃ
....১৪
৯.২। আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (Seasonal Hazard Calendar) ঃ
.........................১৪
প্রক্রিয়া ঃ
....১৪
বন্যা ঃ
....১৪
নদীভাঙ্গনঃ
....১৫
ঝড় ঃ
....১৫
শিলাবৃষ্টি ঃ
....১৫
খরাঃ
....১৫
জলাবদ্ধতা ঃ
....১৫
রোগবালাইঃ
....১৫
৯.৩। জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (Seasonal Livelihood Calendar) ঃ
...................১৬
প্রক্রিয়া ঃ
....১৬
কৃষি ঃ
....১৬
ক্ষুদ্রব্যবসা ঃ
....১৬

সূচী পত্র

তাঁত শিল্প ঃ
....১৬
চাকুরী ঃ
....১৬
মৎস্যজীবি ঃ
....১৬
দিনমজুর ঃ
....১৬
রিক্সা/ভ্যান চালক ঃ
....১৬
৯.৪ । আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা ঃ
....১৭
প্রক্রিয়া ঃ
....১৭ আপদের
চাপাতি ডায়াগ্রাম ঃ
....১৮
বন্যাঃ
....১৯
নদীভাঙ্গনঃ
....১৯
ঝড় ঃ
....১৯
খরা ঃ
....১৯
জলাবদ্ধতা ঃ
....১৯
শিলাবৃষ্টি ঃ
....১৯
১০ । এলাকার সার্বিক বিপদাপন্নতা ঃ
....১৯
১০.১ । বিপদাপন্ন খাত ঃ
....১৯
১০.২ । বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান ঃ
....২০

সূচী পত্র

১০.৩ । বিপদাপন্ন এলাকাসমূহ ঃ

....২১

১১ । সামাজিক সম্পদ, অবকাঠামো ও বিপন্নতার মানচিত্র ঃ

....২১

১১.১ । সামাজিক মানচিত্র ঃ

....২১

১১.২ । আপদ মানচিত্র ঃ

....২৩

১১.৩ । ঝুঁকি মানচিত্র ঃ

....২৫

১২ । স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ ঃ

....২৬

১২.১ । খাত ভিত্তিক ঝুঁকির বিবরণ ঃ

....২৬

১২.২ । ঝুঁকির বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন ঃ

....২৭

১৩ । ঝুঁকি নিরসনের জন্য খসড়া বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়নঃ

....২৯

১৩.১ । ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ ঃ

....২৯

১৩.২ । ঝুঁকিহ্রাসের উপায় ও কৌশল সমন্বয়করণঃ

....৩৩

১৩.৩ । ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন ঃ

....৩৪

১৩.৪ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (মূল উপায়কে ঘিরে) ঃ

....৩৫

১৩.৫ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (বিকল্প উপায়কে ঘিরে) ঃ

....৩৬

১৩.৬ । চলমান কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা ঃ

....৩৭

১৩.৭ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (মূল উপায়কে ঘিরে) ঃ

..............................৩৭

১৩.৮ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিকল্প উপায়কে ঘিরে) ঃ

............................৩৮

সূচী পত্র

১৪। ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা ঃ
....৩৯

১৪.১। সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডারদের মতামতঃ
.... ৩৯

১৫। চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষনীয় বিষয় ঃ
....৩৯

১৬। উপসংহার ঃ
....৩৯

পরিশিষ্ট

১। স্টেকহোল্ডার পরিচিতি ঃ
....৪০

সমাপ্ত

ভূমিকা ও পটভূমিঃ

১. এলাকা পরিচিতি ঃ

০৬ নং ধানগড়া ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। অত্র ইউনিয়নটি আয়তন ২৯.৫২ বর্গ কি. মি.। ধানগড়া ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা ৪৭ টি। ফুলজোড় নদীর তীরে রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদ হতে ২ কি: মি: দক্ষিনে রায়গঞ্জ থানা ও ডাকঘর হতে ৩০০ গজ পূর্বে থানা, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৩০০ গজ উত্তরে উপজেলা পশু সম্পদ কার্যালয় হতে ৩০০ গজ দক্ষিনে, রায়গঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩০০ গজ পশ্চিমে রায়গঞ্জ বাজারের সন্নিকটে ৬নং ধানগড়া ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের মোট ঘরের সংখ্যা ৩টি। দুটি আধাপাকা এবং ১টি পুরো পাকা। ইউনিয়ন পরিষদের ভবনটি সবুজ বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্ঠিত।

২. কেন এ এলাকায় সিআরএ করা হলো ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দীর্ঘ দিন ধরে দেশে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ত্রান ও পুনর্বাসন নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের ''সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি)'' অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপন ও নিরসনকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ত্রান ও পূনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানব সৃষ্ট আপদ সমূহের প্রভাব থেকে জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতাকে একটি প্রশমনযোগ্য এবং সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে সিডিএমপি বাংলাদেশের ৭টি দুর্যোগ প্রবন জেলাকে পাইলট প্রকল্প এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা অন্যতম একটি।

রায়গঞ্জ উপজেলাটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যতম দুর্যোগ কবলিত এলাকা। বন্যা নদীভাঙ্গন, ঝড়, খরা, আর্সেনিক, শৈত্যপ্রবাহ ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি আপদ সমূহ প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ''সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি)'' আওতায় রায়গঞ্জ উপজেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি নিরুপন ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করে তাদের আপদকালীন বিপদাপন্নতা নিরসনের সহায়তা করবে।

৩. স্টেকহোল্ডার ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে কৃষক, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও নারী প্রতিনিধিগণ এবং সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার হিসাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির সদস্য, সরকারী কর্মকর্তাগণ, সিআরএ কর্মশালায় অংশগ্রহন করেছে। উল্লেখ্য যে, সিডিএমপির দেয়া গাইড লাইন অনুসরন করে সিআরএ অংশগ্রহনকারী নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.১ কর্মশালার স্থান ও তারিখ ঃ

অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে এবং যোগাযোগের সুবিঘার্থে সিআরএ কর্মশালার স্থান প্রথম ২ দিন সাবেক ২ ও সাবেক ৩ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কর্মশালাগুলি ধানগড়া ইউপি অফিসে আয়োজন করা হয়। কর্মশালা ৩১.০৩.০৭ ইং তারিখ হতে ০৩.০৬.০৭ ইং তারিখের মধ্যে সম্পূর্ন করা হয়।

সিআরএ কর্মশালার তারিখ (সেশনভিত্তিক তারিখসমূহ)ঃ

দিন	ওয়ার্ড (সাবেক)	তারিখ	ধাপ	কাজ	অংশগ্রহণকারী	স্থান
১ম দিন	১	৩১.০৩.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	ইউপি অফিস
-	২	০১.০৪.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	,,
-	৩	০২.০৪.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	,,
২য় দিন	১,২,৩	০৭.০৪.০৭	৪	৬-৮	প্রতিদল থেকে ২ জন করে এরূপ ১২ টি দল থেকে ১২×২ = ২৪ জন	,,
৩য় দিন	১,২,৩	০৮.০৪.০৭	১-৪	একত্রীকরণ	সহায়ক,সহ-সহায়ক, মাঠ কর্মকর্তা	,,
৪র্থ দিন	১,২,৩	০৯.০৪.০৭	৫	প্রথম পরিকল্পনা	২য় দিনের অংশগ্রহনকারী ও পরোক্ষ ষ্টেকহোল্ডার	,,
৫ম দিন	১,২,৩	১১.০৪.০৭	৬	১০-১৩	২য় দিনের অংশগ্রহনকারী	,,
৬ষ্ঠ দিন	১,২,৩	১২.০৪.০৭	১-৬	একত্রীকরণ	সহায়ক,সহ-সহায়ক, মাঠ কর্মকর্তা	,,
৭ম দিন	১,২,৩	০৩.০৬.০৭	৭	চুড়ান্ত পরিকল্পনা	২য় দিনের অংশগ্রহণকারী এবং পরোক্ষ ষ্টেকহোল্ডার, (যেমনঃ ইউডিএমসি, ইউপি,এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	,,

৪. স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

অবস্থান/ আয়তন ঃ ০৬ নং ধানগড়া ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত । রায়গঞ্জ উপজেলার মধ্যে অত্র ইউনিয়নটি আয়তন ২৯.৫২বর্গ কি. মি. । ধানগড়া ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা ৪৭ টি ।

প্রকৃতি ঃ ইউনিয়নটি অত্যন্ত দুর্যোগ প্রবন এলাকা । ইউনিয়নটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফুলজোড় নদী । প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছরই বন্যা ও নদীভাঙ্গন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করে। সমতল ভূমি বেষ্টিত ধানগড়া ইউনিয়নটির বসত বাড়ী ও রাস্তা থেকে বিভিন্ন ফসলের মাঠ কিছুটা নিচু, বর্ষা মৌসুমে নীচু এলাকার ফসলের মাঠ গুলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত করে । শীতকালে সরিষা সহ বিভিন্ন রবি শস্যের চাষাবাদ করা হয় । ইউনিয়নের বসতবাড়ীর আঙিনায় ও বিভিন্ন রাস্তার পাশে গাছপালা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । যোগযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত, অনেক ক্ষেত্রে পায়ে হাঁটা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না ।

জনসংখ্যা ঃ

গত ২০০১ সালের ইউনিয়ন পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ধানগড়া ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৩৮,১৬৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৯৬৩৬ জন এবং মহিলা ১৮৫২৯ জন।

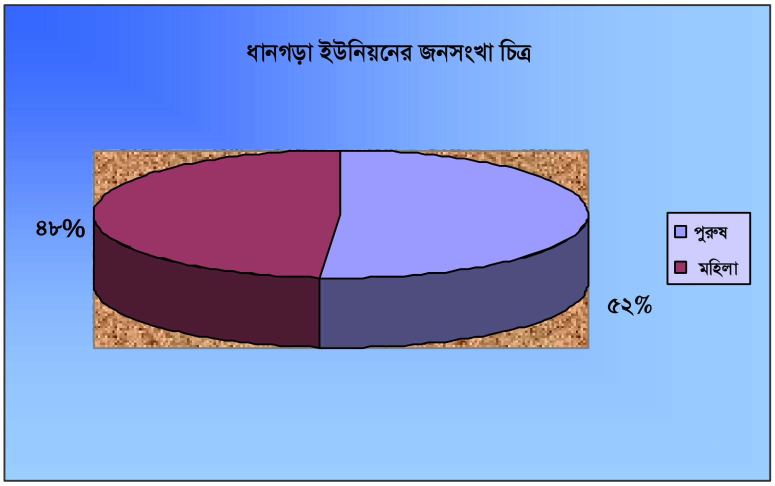

যোগাযোগ, অবকাঠামো ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নের কিছু কিছু জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত। বর্ষার সময় ইউনিয়নের অনেক জায়গায় চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা। শুষ্ক মৌসুমে ভ্যান/রিক্সা/বাইসাইকেল একমাত্র বাহন। অনেক ক্ষেত্রে পায়ে হাটা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না।

ইউনিয়নের রাস্তা ঘাটঃ

পাকা রাস্তাঃ ২০কি:মি:, কাচা রাস্তাঃ ১১৭টি , বাঁধঃ নেই , স্লুইচ গেটঃ ১টি, ব্রীজ ৩৬টি ও এবং কালভার্ট ১১৭টি ।

শিক্ষার হার ঃ

ইউনিয়নের শিক্ষার হার প্রায় ৪৩.৭০%। ধানগড়া ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০ টি (সরকারী ১০টি ও বেসরকারী ১০ টি), উচ্চ বিদ্যালয় ২ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০২ টি ফাজিল মাদ্রাসা ১টি, দাখিল মাদ্রাসা ২টি, ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ৯ টি। (তথ্য সূত্রঃ এফজিডি এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস)।

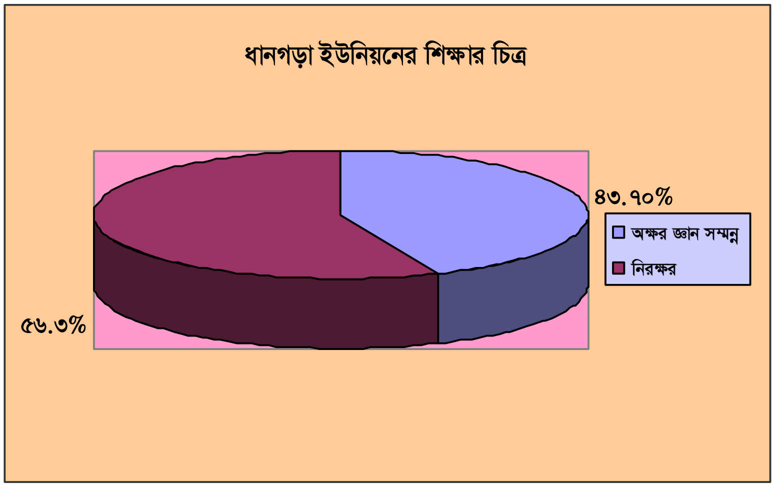

স্বাস্থ্য সেবা ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চিত করার জন্য ১টি ''ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র", ১ টি ''কমিউনিটি ক্লিনিক" ও ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এছাড়া বিভিন্ন হাঁট-বাজারে ও গ্রামে রয়েছে গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ ও ঔষধের দোকান । ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ও ডাক্তার না থাকায় ইউনিয়নের চিকিৎসা সেবার মান একেবারেই নগণ্য। জটিল কঠিন রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ইউনিয়ন বাসীদের উপজেলা ও জেলা শহরের চিকিৎসকদের স্মরনাপন্ন হতে হয় (তথ্য সূত্রঃ এফজিডি এবং ইউপি)।

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্য রয়েছে আবাদী জমি, অনাবাদী জমি, খাল, নদী, বিল, ডোবা, পুকুর, গাছপালা (আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, মেহগুনি, ইউক্যালিপটাস, পাইকোর, কামরাঙ্গা, জলপাই, শিমুল, কড়াই, নিম, অর্জুন ইত্যাদি), পানি ও মৎস্য ইত্যাদি।

নদী ঃ

ইউনিয়নের পাশে ফুলজোড় নদী প্রবাহমান রয়েছে । নদীতে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার মাছ পাওয়া যায়।

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

মসজিদ-৫৬ টি, মন্দির ৪টি, হাঁট বাজার-৩টি, খেলার মাঠ-৫টি, ডাকঘর-৩ টি।

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ

ইউনিয়নের মোট জমির পরিমান প্রায় ৭৬৮০ একর। তন্মধ্যে আবাদীজমির পরিমানঃ ৫৭২০ একর , অনাবাদী জমির পরিমানঃ ১৯৬০ একর। আবাদী জমিতে ধান, পাট, কলাই, ভূট্টা, বেগুন, আলু, মরিচ, আখ, পিঁয়াজ ও বাদাম চাষ করা হয়। আবাদী জমির মধ্যে ২০ % এক ফসলী, ৫৫ % দুই ফসলী ও ২৫% তিন ফসলী।

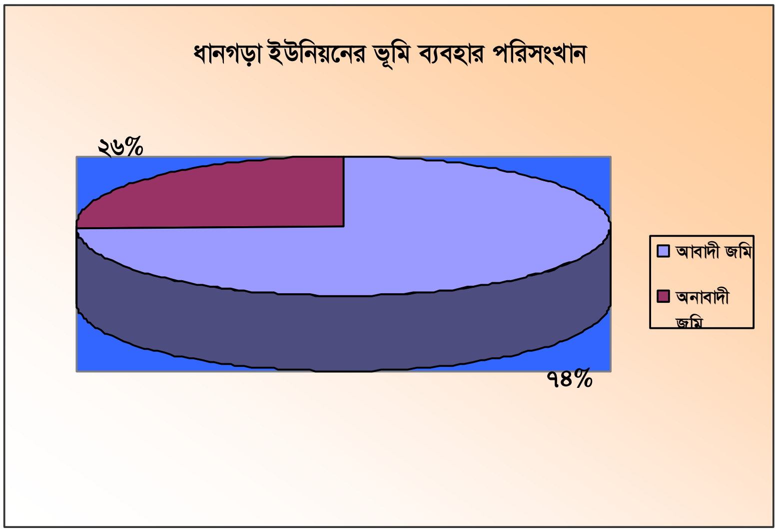

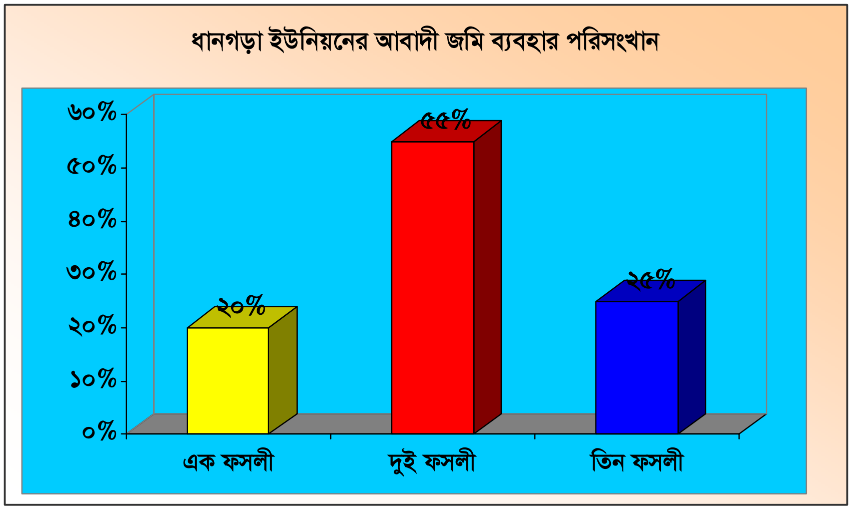

মাটির প্রকৃতি ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে কৃষি জমির মাটি দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, এটেল। চরাঞ্চলের মাটি বেলে এবং রাস্তা ও বসতবাড়ীর মাটির প্রকৃতি বেলে ও বেলে দো-আঁশ।

কৃষি ও খাদ্য ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নের লোকজনের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি। রবি মৌসুমে (অগ্রহায়ন-চৈত্র) পিয়াজ, গম, সরিষা, মুশরী, খেশারী ও শীতকালীন শাক-সব্জী চাষাবাদ হয়। খরিপ মৌসুমে (চৈত্র-অগ্রহায়ন) পাট, বোনা আউস, বোনা আমন ধান ও রোপা আমন ধান উৎপন্ন হয়। পাট কাটার পর এ মৌসুমে স্বল্প পরিমানে শাক-সব্জীও চাষ হয়। ধানগড়া ইউনিয়নের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট এবং রোপা আমন ধান। তন্মধ্যে খাদ্যশস্য জাতীয় ফসলই প্রধান। ধানগড়া ইউনিয়নের চাষাবাদে সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতেও চাষাবাদ করা হয়। যেমন- কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাঙ্গল-বলদের পরিবর্তে পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে জমি চাষাবাদ করা হয়। প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে প্রতিটি মাঠে শ্যালো মেশিন বসিয়ে ফসলের ক্ষেতে প্রয়োজনীয় সেচ দেওয়া হয়।

বনায়ন ঃ

প্রয়োজনের তুলনায় ধানগড়া ইউনিয়নে গাছপালার পরিমান কম। আজ থেকে ২০/২৫ বছর পূর্বে এ ইউনিয়নে পর্যাপ্ত পরিমানে ঝোঁপঝাড় ও গাছপালা ছিল, যার এক তৃতীয়াংশও এখন আর নেই। নদী ভাঙ্গন. চাষাবাদের প্রয়োজনে আবাদী জমি বৃদ্ধি, নতুন নতুন বসতবাড়ী নির্মান, স্থানীয় প্রজাতির গাছপালা নির্বিচারে কর্তন করার কারনে ইউনিয়নের গাছ পালা সম্পদ কমে গেছে। কিছু কিছু রাস্তার ধারে বনায়ন, প্রতিষ্ঠান বনায়ন ও কিছু কিছু ফসলী জমির পার্শ্বে ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। প্রাকৃতিক বন তেমন নেই, তবে রাস্তার পার্শ্বে, বসতবাড়ীর আশেপাশে জন্মানো দেশীয় প্রজাতির সামান্য গাছপালা থাকলেও বৃক্ষ রোপনের তুলনায় বৃক্ষ নিধনই বেশী হচ্ছে। ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বসত বাড়ীতে কম বেশী ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছপালা আছে। ইদানিং বসত বাড়ীতে বৃক্ষ রোপনের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে ফলজ গাছের সংখ্যা খুবই কম। কেননা বন্যার পানিতে আম ও কাঁঠাল গাছ প্রতি বছরই মারা যায়। কিছু কিছু ঔষুধি গাছ (নিম, অর্জুন) লক্ষ্য করা যায়।

জীব বৈচিত্র্য ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নের জীববৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে এখানকার জলজ উদ্ভিদ, বৃক্ষ সম্পদ, স্থলজ ও জলজ প্রাণীকুল, বিভিন্ন জাতের পাখী ইত্যাদি । যা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ।

গাছপালাঃ

আম, জাম, কাঁঠাল, পিয়ারা, মেহগুনি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, শিমুল, কদম, বাবলা, তালগাছ, ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় । এখানকার কাঠজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে মেহগুনি, শিশু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

ফুলঃ

জবা, গাদা, ঘাসফুল, বেলী ইত্যাদি ।

ফলঃ

আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, কুল, পেয়ারা, তাল, নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি । তবে জাম, খেজুর, কদবেল, তেঁতুল, আমড়া, কামরাংগা, সজনে,লিচু, ডালিম, লেবু, জামরুল এ জাতীয় ফল খুব কম দেখা যায় ।

ভেষজ গাছপালাঃ

নিম, অর্জুন, আকন্দ, তুলসী, স্বর্ণলতা, দূর্বা, ভাদলা প্রভৃতি ।

জলজ উদ্ভিদঃ

কুচুরিপানা, শাপলা, কলমীলতা, শেওলা ইত্যাদি ।

বন্যপ্রাণী ঃ

পাতিশিয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজী, বাগডাসা, শুকর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি খুবই কম ।

স্তণ্যপায়ী প্রাণীঃ

বাদুর, চামচিকা ।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ঃ

সাপ, গুইসাপ, মেটে সাপ, দোড়া সাপ, কুইচা, কচ্ছপ, কুনো ব্যাঙ প্রভৃতি ।

উভচর প্রাণীঃ

সোনা ব্যাঙ, জলা ব্যাঙ ।

পাখীঃ

শালিক, চড়ুই, কাক, বক, ঘুঘু, কাকাতুয়া, হলদে পাখি, বাবুই, টুনটুনি, কোকিল, কাঠঠোকরা, কবুতর, পানকৌড়ি, দোয়েল, সুইচোরা ইত্যাদি ।

অতিথি পাখি ঃ

গাংচিল, পারকৌড়ী, বালিহাঁস । (অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি আসে এবং ফাল্গুনের মাঝামাঝি চলে যায়)

মৎস্য সম্পদ ঃ পুঁটি, টাকী, শোল, গজার, কৈ, শিং,মাগুর, ভেদা, খলিসা, চুচড়া, টেপা, বাইলা, চিংড়ি, বাইম, টেংরা, কাকিলা, খসল্লা, চিতল, আইড়, বোয়াল, কালবাউস, বাঁচা, রুই, কাতলা, মৃগেল, পাবদা, বাগাইড় মলা, কাচকি ইত্যাদি ।

পুকুরে চাষকৃত মাছ ঃ
রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মিররকার্প, স্বরপুটি, পাংগাস ইত্যাদি ।

পানি ও পয়নিষ্কাশন ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নের সকল এলাকায় অগভীর নলকুপের পানিতে সামান্য পরিমানে আর্সেনিক সনাক্ত হয়েছে। আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে অত্র ইউনিয়নে এ পর্যন্ত কোন প্রকার গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয় নাই। অত্র ইউনিয়নের প্রায় বেশীরভাগ পরিবারই অগভীর নলকূপের পানি পান করে। অবশিষ্ট পরিবার নদী, খাল, বিল, পুকুরের পানি ফুটিয়ে পান করে ও পারিবারিক অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে ।

স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার বা নিরাপদ স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে ধানগড়া ইউনিয়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের রিংস্লাব বিতরন কর্মসূচী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিভিন্ন এনজিওদের কর্মকান্ডের কারণে ইউনিয়নের প্রায় ৮৫% পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় এসেছে ।

পশু পালন ঃ

প্রায় ৫৫ ভাগ লোক বিভিন্ন প্রকার পশু পালন করে থাকে (সেকেন্ডারী তথ্যানুযায়ী)। এখানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি থাকায় গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ইত্যাদি পালন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থ উপার্জন করে থাকে। তবে অর্থনৈতিক সংকটে অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠী পশু পালন করতে পারে না, তবে তারা বসতবাড়ীতে যথেষ্ঠ পরিমানে হাঁস-মুরগী, কবুতর, রাজহাঁস ইত্যাদি পালন করে থাকে ।

৪.২ স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ

সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ ধানগড়া ইউনিয়নে চার শ্রেণীর লোক বসবাস করে ।যথা :-

১) গরীব ও ভূমিহীন ঃ ২৩ %
২) নিম্ন মধ্যবিত্ত ঃ ৬০ %
৩) মধ্যবিত্ত ঃ ১১ %
৪) ধনী ঃ ৬% *(তথ্য সূত্র ঃ ইউনিয়ন পরিষদ)*।

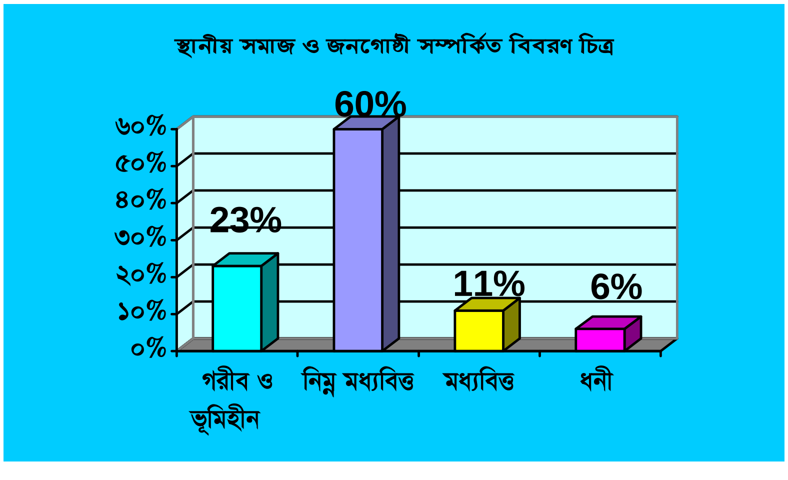

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ

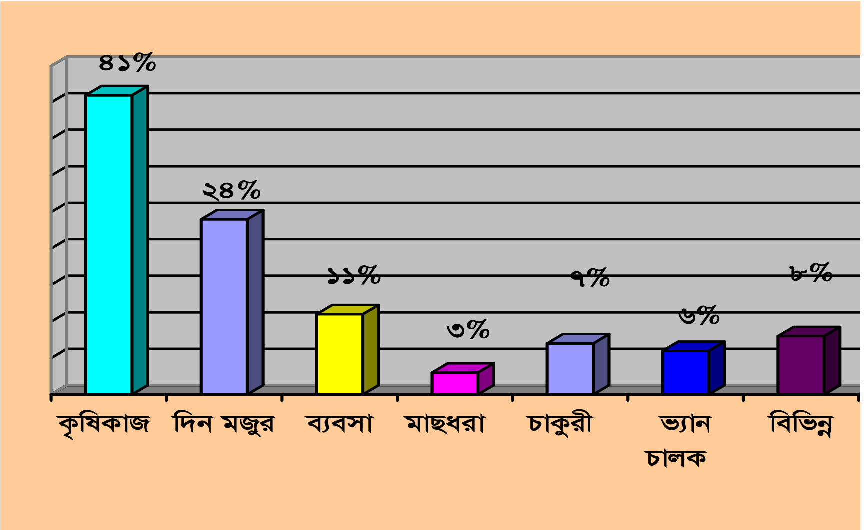

(তথ্য সূত্র ঃ এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ)

ধর্মীয়/সামাজিক দল ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে মূলত: মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের লোক বসবাস করে। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮১৬৫জন। এর মধ্যে মুসলিম ৯৬% ও হিন্দু ৪ %। ধর্মীয়/সামাজিক ব্যক্তিগণ খুব সুন্দর ভাবে সমাজ পরিচালনা করেন। এখানে সামাজিক ও ধর্মীয় কোন প্রকার বিরোধ নেই। স্ব-স্ব ধর্মের লোক স্বাধীন ভাবে তাদের ধর্ম পালন করে। শুধুমাত্র সামাজিক আচার অনুষ্ঠান যেমন: বিয়ে, জন্ম দিন এবং সমাজের অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান সকলেই মিলে মিশে পালন করে থাকে। নারী পুরুষের কোন প্রকার ভেদাভেদ নেই। ছেলেমেয়েরা একসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। পূর্বের তুলনায় এখন ছেলে ও মেয়ে উভয়ই সমহারে লেখাপড়া করে। সামাজিক কাজকর্মে এবং চাকুরী করার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। ইউনিয়নে এনজিওদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে নারী সমাজ আগের তুলনায় যথেষ্ট সচেতন। পরিবারে নারীরা অর্থ উপার্জনে ও সঞ্চয়ে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের লোকজনের অংশগ্রহণে এখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে। সামাজিক সংগঠনগুলো ইউনিয়নের সেবা মূলক ও আইনশৃংখলা রক্ষার কাজ করে থাকে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের নিজ নিজ সমর্থিত দলের হয়ে কাজ করে। সেই সাথে এলাকার সেবা মূলক কাজকর্মে অংশগ্রহন করে। সামাজিক সংগঠন গুলোর মধ্যে আছে ঃ

- স্থানীয় সরকার পরিষদ।
- স্থানীয় হাট ও বাজার।
- স্থানীয় বিভিন্ন সমিতি।
- ইউপি আনসার ও ভিডিপি।
- গ্রাম সরকার ও
- স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব।

রাজনৈতিক সংগঠন গুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ।
- বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ।
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ।

আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থনই বেশী অন্যান্য দলের অবস্থান বেশ দূর্বল ।

(সূত্র ঃ এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ)

৫. স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে বৃষ্টিপাতের ধারা পূর্বের তুলনায় কখনো খুব বেশী আবার কখনো খুব কম । প্রয়োজন অনুসারে বৃষ্টিপাত হয় না । জৈষ্ঠ্য মাস হতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ধারা মাঝে মাঝে এত বেশী যে কৃষি জমির বীজতলা সহ অন্যান্য ফসলাদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় । পক্ষান্তরে তাপদাহের প্রবণতাও কম নয় । চৈত্র বৈশাখ মাসের খরায় কৃষি জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে উৎপাদন মাত্রা একেবারেই কমে যায় । যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যের সংকট দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে । ২-৩ বছর পরপর খরা ও শিলাবৃষ্টি উক্ত এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে । নদী ভাঙ্গনের পরিমান অতীতের তুলনায় বর্তমানে খুব বেশী ।

বন্যা উক্ত এলাকার মানুষের বেশী ক্ষতি করে চলেছে । পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বন্যা খুব বেশী হয় । আবার পানির উচ্চতাও অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায় । তখন মানুষ অত্যন্ত নিরূপায় হয়ে পড়ে । ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার ফলেই বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের প্রভাব অতি মাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছে । বন্যার স্থায়িত্বতা ছিল প্রায় ২০-৩৫ দিন পর্যন্ত । বন্যা প্রতি বছর এমনকি বছরে একাধিক বারও মানুষের ক্ষতি করে ।

খরা ও শিলাবৃষ্টির প্রবনতা পূর্বের তুলনায় বেশী হলেও ২-৩ বছর পরপর আসে । এলাকায় কোন লবনাক্ততা লক্ষ্য করা যায় না এবং ভবিষ্যতে ও লবনাক্তার কোন প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না । টর্নেডো অত্র এলাকায় ৬-৭ বছরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি । অত্র ইউনিয়নে শৈতপ্রবাহের কারণে ২-৩ বছর পরপর মানুষের স্বাস্থ্যহানী ও ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয় ।

বন্যার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

বিগত ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে যে বন্যা হয়েছিল তা অত্যন্ত ভয়াবহ । ২০০৪ সালে মোটামুটি বন্যা হয়েছিল কিন্তু এতটা ভয়াবহ রূপ ধারন করেনি । তবে জনগণের ঘরবাড়ী ও কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল ।

ঝড়ের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

ঝড়ে জনগণের জানমাল, কৃষি ফসল ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয় । বিশেষ করে ২-৩ বছর পরপর কালবৈশাখী ঝড়ে অত্র এলাকার ইরি ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে । পূর্বের তুলনায় ঝড়ের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে ।

খরা প্রবণতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে খরায় কৃষি জমি বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে জনসাধারনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে । তবে কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা না করলে অত্র এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে ।

জলাবদ্ধতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে অনেক কৃষি জমি সময়মত চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়না। এর আশু সমাধানের পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে এর ব্যপকতা আরো বাড়তে পারে।

নদী ভাঙ্গনের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে প্রায় প্রতি বছরই নদী তীরবর্তী অঞ্চল ভাঙ্গছে। এর প্রতিরোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

অতিবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

অতিবৃষ্টিতে কৃষি ফসল, পশু-পাখি ও গাছপালা-র বেশি ক্ষতি করে। ২-৩ বছর পর পর এর ব্যপকতা পরিলক্ষিত হয়।

শিলাবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

শিলাবৃষ্টিতে কৃষি ফসল, গাছপালা-র বেশি ক্ষতি করে। ২-৩ বছর পর পর এর ব্যপকতা পরিলক্ষিত হয়।

কুয়াশার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

কুয়াশা ক্ষেতের ফসল সহ জন-জীবনের তথা বৃদ্ধ/বৃদ্ধার ও শিশুদের বেশী ক্ষতি করে। বিগত ৫ বছরে দেখা যায় প্রায় প্রতি বছরই ৮-১০দিন স্থায়ী থেকে ঘন কুয়াশা জন-জীবন ও কৃষি ফসলের ক্ষতি করেছে।

রোগ বালাই এর ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

মৎস ও কৃষি ক্ষেতের ব্যাপকক্ষতি করে। এর ব্যপকতা রোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়াবে।

৬. সরকারী ও বেসরকারী বরাদ্দ।

টিআর,কাবিখা,কাবিটা, ও ভিজিডি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

টিআর

টিআর এর অধীনে ছোট ছোট প্রকল্প হাতে নিয়ে রাস্তাঘাট, ব্রীজ- কালভার্ট মেরামত এবং সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়।

কাবিখা ঃ

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর আওতায় রাস্তাঘাট নির্মান, সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। উক্ত কাজগুলো স্থানীয় সরকার এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এতে দরিদ্র মানুষের কিছুটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

কাবিটা ঃ

কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসুচীর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর ও উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্রীজ, কালভার্ট নির্মান ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ হয়ে থাকে । যদিও এ সকল বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় নিত্যান্তই অপ্রতুল ।

কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর পরিকল্পনাঃ

২০০৭ অর্থ বছরে কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর কোন পরিকল্পনা নেই । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা যায় কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ আসার পর (বরাদ্দ অনুযায়ী) পরিকল্পনা করা হয় ।

ভিজিডি ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে ভিজিডি কার্যক্রম দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে চালু আছে। এ কার্যক্রমের অধীনে প্রতিটি ভিজিডি কার্ডধারীরা ২৫ কেজি হারে প্রতি মাসে পুষ্টি আটা পেয়ে থাকে । ইহাও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ।
(তথ্য সূত্র ঃ ইউপি পরিষদ)

দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার প্রথাগত প্রস্তুতি ও মোকাবেলার ব্যবস্থা ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নের জনগণ প্রতিনিয়তই কোন না কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলছে । দূর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বন্যা ঃ

- অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেয় ।
- স্কুলের মাঠে বা উঁচু রাস্তার উপর আশ্রয় নেয় ।
- গরু, ছাগল নিরাপদ/উঁচু স্থানে সরিয়ে নেয় ।
- কলা গাছের ভেলায় বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ।
- বসত বাড়ীতে মাচান বা টোং (মাচা) বেধে বসবাস করে ।

ঝড় ঃ

- কোন কোন পরিবার ঝড়ের মৌসুম আসার পূর্বেই দূর্বল ঘরবাড়ী মজবুত ও মেরামত করে (সংখ্যায় খুব কম) ।
- কেউ কেউ বাড়ীর আশেপাশে বৃক্ষ রোপন করে (সংখ্যায় খুব কম) ।

খরা ঃ

- কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে (গরীব কৃষকদের পক্ষে যা অত্যন্ত ব্যয় বহুল) ।
- সেচ দিয়ে যে সকল ফসল চাষ করা সম্ভব সে গুলো চাষ করে । যেমন ঃ আউশ, আমন ধান, পাট, ভুট্টা ইত্যাদি ।
- খরাকালীন সময়ে লাউ, কুমড়া জাতীয় সবজি গাছের গোড়ায় কচুরিপানা ও খরকুটা দিয়ে ঢেকে রেখে আদ্রতা ধরে রাখে ।
- বৃষ্টির জন্যে মুসল্লিগণ একসাথে জমায়েত হয়ে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী প্রার্থনা করে, ব্যাঙ এর বিয়ে দেয় ।

জলাবদ্ধতা ঃ

- জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ কেউ সেচের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা প্রভাব নিরসনের চেষ্ট করে ।

নদী ভাঙ্গন ঃ

- নদীর তীরবর্তী স্থান হতে বসতবাড়ী স্থানান্তর করে (অন্যের জায়গায়, খাস জমিতে, আত্নীয় স্বজনদের বাড়ীতে ইত্যাদি) ।
- নদীর তীরবর্তী কৃষি জমির ফসল দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ৮০% পাকলে তা সংগ্রহ করে ।

কুয়াশা ঃ

- বিছানার নিচে খড়কুটো দিয়ে ।
- আগুন পোহানের মাধ্যমে ।
- ধনী প্রতিবেশি/আত্মীয় স্বজনদের পরিহার্য শীত বস্ত্র পরিধান করে ।
- ত্রাণের শীতবস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ।

৮। **এলাকা পরিভ্রমন ঃ**

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে ইউ আকৃতিতে বসানো হয় । অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে এলাকা পরিভ্রমন শুরু করার পূর্বে তাদের নিকট জানতে চাওয়া হয় কোন পথ/দিক দিয়ে হাটলে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, ভুমির ব্যবহার, নদী-নালা, রাস্তা-ঘাট, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারনা পাওয়া যাবে । তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা পরিভ্রমন করা হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে (এটা কি, এটা কখন হয়েছে, এটা কে করেছে, কেন করেছে, কোন প্রক্রিয়ায় করেছে ইত্যাদি) তথ্য সংগ্রহ করা হয় । যা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

৯. এলাকার সার্বিক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতা :

৯.১ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপদসমূহ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ সাবেক ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী (মহিলা, কৃষক, ভূমিহীন ও প্রতিবন্ধী) এনডিপি-র সহায়কদের সহযোগিতায় অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে এলাকার আপদ সমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তীতে পরোক্ষ অংশগ্রহন কারীদের সঙ্গে যাচাই করা হয় । ধানগড়া ইউনিয়নের চিহ্নিত আপদ সমূহ নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	বর্তমান আপদ সমূহ	ভবিষ্যৎ আপদ সমূহ
০১	বন্যা	বন্যা
০২	নদী ভাঙ্গন	নদী ভাঙ্গন
০৩	খরা	খরা
০৪	শিলা বৃষ্টি	শিলা বৃষ্টি
০৫	ঘূর্নি ঝড়	ঘূর্নি ঝড়
০৬	জলাবদ্ধতা	জলাবদ্ধতা
০৭	রোগবালাই	রোগবালাই

চিহ্নিত আপদ সমূহ ধানগড়া ইউনিয়নের কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো পশুসম্পদ, শিক্ষা যোগাযোগসহ জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতি করে আসছে । ভবিষ্যতে এসব আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে ।

২.২ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (*Seasonal Hazard Calendar*)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে U আকৃতিতে বসানো হয় । অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে মূল আলোচনা শুরু করা হয় । তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় পূর্ববর্তী সেশন অর্থাৎ আপদের চাপাতি ডায়াগ্রামে তারা কি কি আপদের কথা বলেছেন । সেই অনুযায়ী আপদের নাম এবং বার মাসের নাম ছকে লেখা হয় এবং এই আপদগুলি বছরের কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত চরম আকারে দেখা দেয় এবং কখন কম থাকে, কখন বেশি থাকে আবার কখন থাকে না তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

বন্যা ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ সপ্তাহ হতে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যা দেখা যায় । তবে আষাঢ় মাসের শুরু থেকে বন্যা বেশী হতে থাকে এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে তা বেশী ভয়াবহ রূপ নেয় । আশ্বিন মাসের শুরু থেকে পানি কমতে থাকে এবং কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে তা শেষ হয়ে যায় । বিগত ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে বন্যা ভয়াবহ আকার ধারন করে জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে এবং ২০০৪ সালেও বন্যা হয়েছিল তবে এ সময় জনগণের ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায় নাই ।

নদীভাঙ্গন ঃ

নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম হতে শুরু হয় এবং আষাঢ় মাসে বেশী হয়ে শেষের দিকে কমে যায়। শ্রাবণ মাস হতে আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কম থাকে কিন্তু আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে নদী ভাঙ্গন বেশী হয় এবং কার্তিক মাসে পুরো মাত্রায় নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে এবং অগ্রহায়ণ মাসে কমে গিয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ভাঙ্গতে থাকে। বন্যা যে সালে বেশী হয় নদী ভাঙ্গনের প্রবণতাও তা বেশী হয়।

খরা ঃ

খরার প্রবণতা ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হয় এবং তা চৈত্র ও বৈশাখ মাস পর্যন্ত বেশী থাকে আবার জৈষ্ঠ্য মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তা শেষ হয়। অত্যাধিক খরায় উক্ত এলাকার কৃষি ফসলের ক্ষতি ও গবাদি পশুর খাদ্যের সংকট দেখা দেয়।

শিলাবৃষ্টি ঃ

ফাল্গুন মাসের শুরুতেই শিলাবৃষ্টির প্রভাব শুরু হয়ে চৈত্র মাসে কিছুটা কমতে থাকে তবে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে শিলাবৃষ্টি বেশী হয়ে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

ঝড় ঃ

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে ঝড় শুরু হয়ে চৈত্র-জৈষ্ঠ্য মাসে বেশী হয় এবং শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে ঝড়ের মাত্রা কমে যায়। বিগত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে প্রচন্ড মাত্রায় ঝড় হয়ে জনগণের ঘরবাড়ী ও কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

জলাবদ্ধতা ঃ

জলাবদ্ধতা আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে যখন বন্যার পানি কমতে শুরু করে তখন পানি নিস্কাসনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত জলাবদ্ধতা থাকে। এসময় অনেক জমিতে বীজ ধান বোপন ও ইরি ধান রোপন করা সম্ভব হয়না।

রোগবালাই ঃ

রোগবালাই সারা বছরই কম বেশি থাকে তবে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেতে আষাঢ় মাস ও মাঘ মাসে পরিলক্ষিত হয় এবং মৎস্য ক্ষেত্রে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র মাসে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

আপদ	মাসের নাম											
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা												
নদীভাঙ্গন												
খরা												
শিলাবৃষ্টি												
ঘুর্ণিঝড়												
জলাবদ্ধতা												
রোগবালাই												

ফলাফল ঃ একটি সমঝোতা ভিত্তিক আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিতে ঋতু বৈচিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

৯.৩ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (Seasonal Livelihood Calendar)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে U আকৃতিতে বসানো হয়। অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে মূল আলোচনা শুরু করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের এলাকায় আয় উপার্জনের উৎসগুলি কি কি। সেই অনুযায়ী জীবিকার নাম এবং বার মাসের নাম ছকে লেখা হয় এবং এ জীবিকার উৎস থেকে বছরের কোন কোন মাসে ভাল আয়-রোজগার হয়, আবার কোন কোন মাসে মোটামুটি অথবা কোন কোন মাসে একে বারে মন্দাবস্থা তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। এ কাজটি অংশগ্রহণকারীরা স্বত:ফুর্তভাবে চিহ্নিত করেছে।

কৃষি ঃ

চৈত্র মাস হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কৃষিকাজ হয়। আবার চৈত্র মাসে পাটের বীজ বপন হয় এবং আষাঢ় ও শ্রাবন মাসে সংরক্ষণ করা হয়। ভাদ্র মাস হতে মাঘ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার রবি শস্যের চাষ হয়। এছাড়া ভূট্টা সারা বছরই ব্যাপক ভাবে চাষ হয়।

ক্ষুদ্রব্যবসা ঃ

সারা বছরই ব্যবসার কাজ থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ব্যবসায় মঙ্গাভাব বিরাজ করে। তবে শ্রাবণের শেষ থেকে-ভাদ্র মাসে ব্যবসায়ীগণ পাটের ব্যবসায় বেশী যুক্ত থাকে। এছাড়াও অত্র এলাকার ব্যবসায়ীগণ ধান, কলাই, ভুট্টা, মরিচ, সহ বিভিন্ন ফসলের মজুত ব্যবসা করে থাকেন।

তাঁত শিল্প ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে তাঁতের কাজ সারা বছরই সমান থাকে তবে ঈদ বা পুঁজার মৌসুমে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি চলে। অত্র এলাকার প্রায় ২০% লোক তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত।

চাকুরী ঃ

ধানগড়া ইউনিয়নে ৫% লোক বিভিন্ন এনজিও, ৫% প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং ৩৫% গার্মেন্টসে চাকুরীরত আছে। সারা বছরই তাদের কাজকর্ম সমানভাবে চলে।

মৎস্যজীবি ঃ

জৈষ্ঠ্য মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মৎস্য জীবিরা ব্যাপক পরিমানে মাছ শিকার করে। কিন্তু আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত এদের উপার্জন কমে যায়।

দিনমুজুর ঃ

দিনমুজুর সারা বছরই কম বেশী থাকে তবে কৃষি কাজ যখন বেশী থাকে মজুরদের চাহিদা তখন বেশী থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কাজ একটু কম থাকে।

রিক্সা/ভ্যান চালক ঃ

সারা বছরই চালকগণ যানবাহন চালনের সাথে জড়িত। সারা বছরই কম-বেশি আয় রোজগার থাকে।

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবনযাত্রা	মাসের নাম											
	বৈশাখ	জৈাষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষি												
ক্ষুদ্র ব্যবসা												
তাঁত শিল্প												
চাকুরী												
মৎস্যজীবি												
দিনমুজর												
রিক্সা/ভ্যান												

ফলাফল ঃ সমঝোতার ম্যাধমে একটি মৌসুমী দিনপুঞ্জি তৈরী করা হয়েছে যার ফলে জীবিকার মৌসুমী ভিত্তিক বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

৯.৪ আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা (Venn Diagram)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের এ সেশনে আমন্ত্রন জানানো হয়। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ জানানো হয় তাদের এলাকায় যে সমস্ত আপদ দেখা যায় তা ব্রাউন পেপারে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর সহয়তাকারী অংশগ্রহণকারী দ্বারা প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন আকৃতির রঙিন গোল কাগজের একেকটি টুকরা একেক আপদ হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য অংশগ্রহনকারীদের অনুরোধ করা হয়। কাগজের আকৃতি ছোট বড় করা হয় আপদটি কি পরিমাণ ক্ষতি করে তার উপর ভিত্তি করে। যে আপদ বেশি ক্ষতি করে তার জন্য বড় কাগজ এবং ক্রমান্বয়ে মাঝারী, ছোট কাগজগুলো ব্যবহার করা হয়। নির্ধারিত কাগজের উপর আপদের নামটি লেখা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ ব্রাউন পেপারের উপরের দিকটা উত্তর দিকে করে কাগজের মাঝখানে ইউনিয়নের নাম লিখে। এবার যে আপদ সবচেয়ে বেশী বার ঘটে তা কেন্দ্রবিন্দুর কাছে এবং তারপর পর্যায়ক্রমে দূরে আপদ লেখা গোল কাগজগুলো লাগানো হয়। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পুরো সেশনটি পুনরালোচনা করা হয়।

আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম

ইউনিয়নঃ ধানগড়া

উপজেলা ঃ রায়গঞ্জ

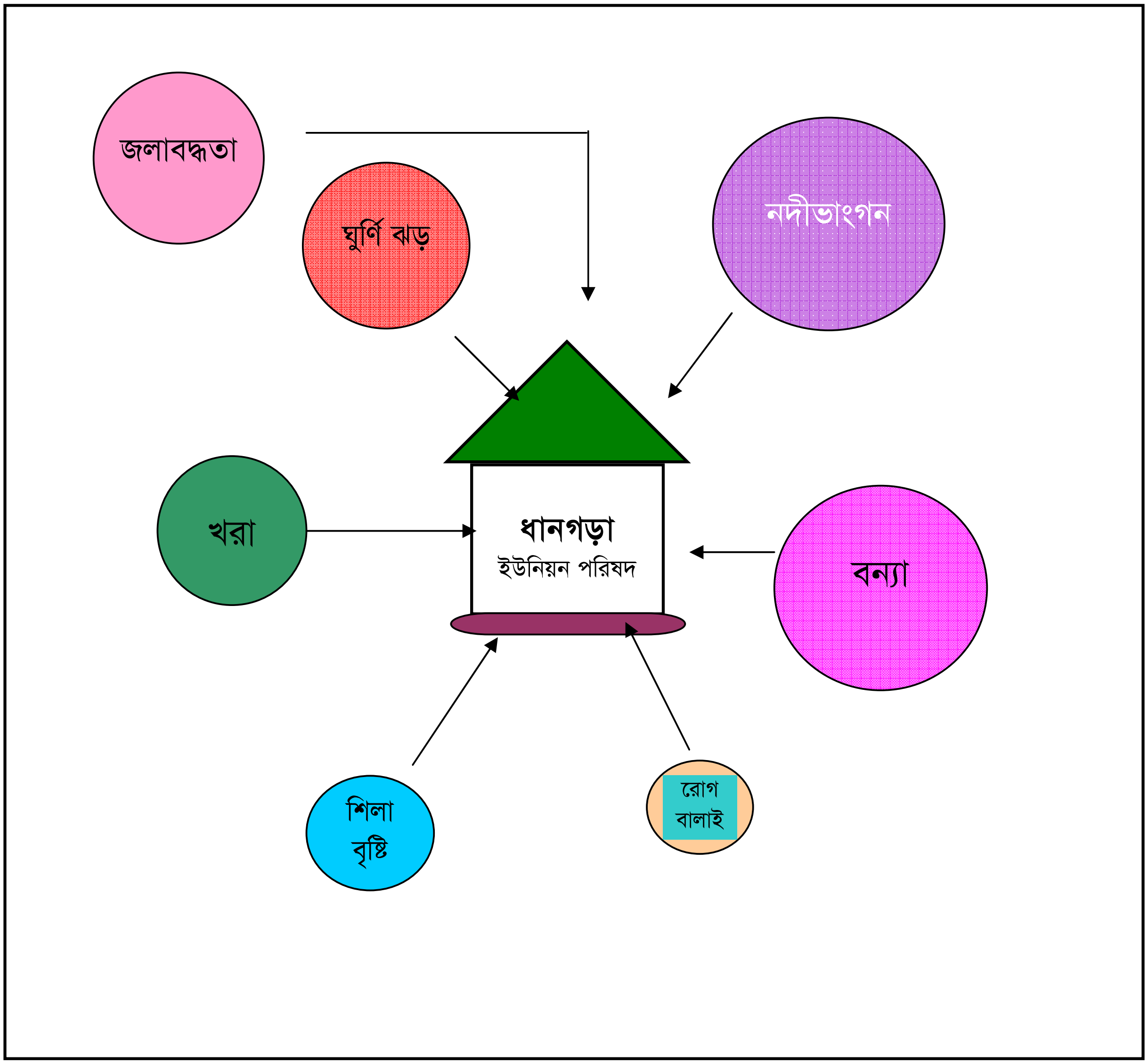

বন্যা ঃ

বন্যা এ ইউনিয়নের জন্য একটি বড় আপদ। প্রতি বছরই এই ইউনিয়নে বন্যা হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি করে। তবে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছে। এ দুটি বন্যায় বাড়ীঘর, ফসল ও জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

নদী ভাঙ্গন ঃ

ক্ষতির তুলনায় নদী ভাঙ্গন এ ইউনিয়নের দ্বিতীয় আপদ এবং ঘটার দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায় অবস্থান করেছে। এটি মানুষ, কৃষি ফসল ও ধন সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে । বন্যা যে সালে বেশী দেখা দেয় নদী ভাঙ্গন ও সেই সালে বেশী হয়।

ঝড় ঃ

ঝড় ২-৩ বছর পর পর এ ইউনিয়নে সংঘটিত হয়। বিগত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে ঝড়ে গাছপালা, ঘরবাড়ী ভেংগে পড়ে এবং কৃষকের কৃষি ফসল ও জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খরা ঃ

খরা এই ইউনিয়নের জন্য আরও একটি বড় আপদ। খরায় কৃষি ফসলের বেশ ক্ষতি করে। খরার সময় ডায়রিয়া, আমাশায়, বিশুদ্ধ পানির অভাব, গরমলাগা সহ বিভিন্ন ধরণের রোগ ও অসুবিঘা দেখা দেয়।

জলাবদ্ধতা ঃ

জলাবদ্ধতা ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রায় প্রতি বছরই এটি সমস্যা আকারে দেখা দেয়। জলাবদ্ধতার কারণে অনেক কৃষি জমি সময়মত চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়না।

অতিবৃষ্টি ঃ

অতিবৃষ্টিও একটি বড় আপদ যা অত্র ইউনিয়নের কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। এছাড়াও অধিক বন্যা ও জলাবদ্ধতা অনেক সময় অতিবৃষ্টির কারণেই হয়। এই আপদটি কম-বেশি প্রতি বছরই দেখা যায়।

শিলাবৃষ্টি ঃ

শিলাবৃষ্টিও একটি বড় আপদ যা অত্র ইউনিয়নের কৃষি ফসল, গাছপালা, পশু-পাখি, ঘরবাড়ীর ক্ষতি করে। প্রায় প্রতি বছরই কম-বেশি শিলাবৃষ্টি হয়।

কুয়াশা ঃ

কুয়াশা মানুষ ও কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। অত্যাধিক শীতে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা ও শিশুর জীবন হানী ঘটার সম্ভাবনা থাকে বা ঘটেও এবং ফসলের ক্ষতি হয়। এই আপদটি প্রতি বছরই দেখা যায়।

রোগবালাই ঃ

রোগবালাই এই ইউনিয়নের একটি আপদ যা প্রতিবছরই দেখা দেয় এবং কৃষি মৎস্য ক্ষেত্রে ব্যাপকক্ষতি করে।

ফলাফল ঃ সমঝোতার ভিত্তিতে একটি আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম তৈরী হয় এবং তা থেকে আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়।

১০. এলাকার সার্বিক বিপদাপন্নতা ঃ

১০.১ বিপদাপন্ন খাত ঃ

প্রক্রিয়াঃ সাবেক তিনটি ওয়ার্ডে প্রতিটি দলে (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও প্রতিবন্ধী) ২ জন করে সহায়ক তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের এলাকার বিভিন্ন খাত, সামাজিক উপাদান ও এলাকা সমূহ স্থানীয় আপদ দ্বারা বিপদাপন্ন/ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা চিহ্নিত করা হয় এবং পরিবর্তীতে দল ও ইউনিয়ন ভিত্তিক একত্রীকরন করা হয় । যা নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

বিপদাপন্ন খাত ঃ

আপদসমূহ	বিপদাপন্নতার খাত সমূহ										
	কৃষি	অবকাঠামো	শিক্ষা	যোগাযোগ	স্বাস্থ্য	অর্থনৈতিক	পশুপালন	খাদ্য	পরিবেশ	মানবসম্পদ	ব্যবসা বাণিজ্য
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
খরা	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
শিলা বৃষ্টি	■	-	■	-	■	-	-	■	-	-	■
ঘূর্ণি ঝড়	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-
রোগবালাই	■	-	-	-	■	-	■	■	■	■	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

১০.২ বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান ঃ

আপদ সমূহ	সামাজিক বিপদাপন্ন উপাদান সমূহ												
	জনগণ	রাস্তাঘাট	নদী নালা	ইউনিয়ন ভবন	স্কুল	খেলার মাঠ	হাট বাজার	ঘর বাড়ি	পশু-পাখি	কবরস্থান	ব্রীজ, কালভার্ট	কৃষি	পুকুর
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-
খরা	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-
শিলা বৃষ্টি	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-
ঝড়	■	■	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-
রোগবালাই	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

১০.৩ বিপদাপন্ন এলাকাসমূহ সমূহ ঃ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন এলাকা সমূহ										
	নিচু জমি	উচু জমি	সমতল ভূমি	আবাদি জমি	অনাবাদি জমি	খেলার মাঠ	চারন ভূমি	খাস জমি	কবর স্থান	ঢালু ভূমি	নদীর তীরবর্তী
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
খরা	■	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-
শিলা বৃষ্টি	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
ঝড়	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-
রোগবালাই	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

ফলাফল ঃ বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের মতামত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিপদাপন্ন খাত, সামাজিক উপাদান, ক্ষেত্র এবং বিপদাপন্ন এলাকার চিত্র পাওয়া যায় ।

১১. সামাজিক সম্পদ, অবকাঠামো ও বিপন্নতার মানচিত্র

১১.১ সামাজিক মানচিত্র ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে UDMC এর ১০ জন (পুরাতন তিনটি ওয়ার্ড থেকে ১জন পুরুষ ইউপি সদস্য ও ৩ জন মহিলা সদস্য) অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে একসাথে বসার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয় । অতঃপর সামাজিক মানচিত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাদের ইউনিয়নের একটি মানচিত্র তৈরী করতে বলা হয় এবং বিভিন্ন লিজেন্ডের মাধ্যমে গ্রাম, ভৌত অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, সার্বজনীন স্থান যেমনঃ হাটবাজার, মাঠ,ভূমি ব্যবহার, রাস্তাঘাট, নদীনালা,খালবিল, ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয় । সামাজিক মানচিত্রে সংকেত চিহ্ন উত্তর দিক নির্দেশক এবং তারিখ ও স্থান দেয়া হয় ।

ফলাফল ঃ একটি সামাজিক মানচিত্র তৈরী এবং ঐ ইউনিয়নের গ্রাম/বসতবাড়ী ভৌত অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, সার্বজনীন স্থান সমূহ, ভূমির ব্যবহার, রাস্তাঘাট ও নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি চিহ্নিত হয় ।

সামাজিক মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে

১১.২আপদ মানচিত্র ঃ

প্রক্রিয়াঃ প্রথমে UDMC ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে এ সেশনে আমন্ত্রন জানানো হয় । ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছাড়াও স্থানীয় আমিন এবং যাদের আপদ সমন্ধে ভাল ধারনা রয়েছে যেমনঃ স্কুল শিক্ষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ইত্যাদি তাদের নিয়ে এ সেশন করা হয় । সহায়ক প্রথমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারনতঃ যে সকল আপদ সংঘটিত হয় তার একটি তালিকা প্রদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে ঐ এলাকার নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের স্থান চিহ্নিত করার পদ্ধতি বর্ননা করা হয় । অতঃপর আপদ মানচিত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করার পর অংশগ্রহণকারীদের ঐকমত্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাদের ইউনিয়নের একটি আপদ মানচিত্র অংকন করা হয় যেখানে আপদ সমূহ যেমনঃ বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, ঝড়, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদি লিজেন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় । সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদের আপদ মানচিত্র তৈরী করতে প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্নসমূহ ব্যবহার করার জন্য অবহিত করা হয় ।

ফলাফল ঃ ইউনিয়নের জন্য একটি সমঝোতা ভিত্তিক আপদের মানচিত্র তৈরী হবে ।

আপদ মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে

১১.৩। ঝুঁকি মানচিত্র ঃ

ঝুঁকি মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে ।

১২. স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ

১২.১ খাত ভিত্তিক ঝুঁকির বিবরণ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ অংশগ্রহণকারীদের মতামত অনুযায়ী গ্রুপ ভিত্তিক (মহিলা, প্রতিবন্ধী,ভূমিহীন ও কৃষক) আপদ সংশ্লিষ্ট ও আপদ সংশ্লিষ্ট নয় এমন ঝুঁকির বিবরণ দেয়া হয়। তারপর খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির বিবরণ থেকে যে সমস্ত ঝুঁকি গুলো আপদ সংশ্লিষ্ট নয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি গুলো বাদ দিয়ে ১৩ টি অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি নির্বাচন করা হয়। সেই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ১৩ টি ঝুঁকির বিবরণগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ভোটাভোটির মাধ্যমে ঝুঁকির অগ্রাধিকার করা হয়।

খাত সংশ্লিষ্ট অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকির বিবরণঃ

আপদ	খাত	ঝুঁকির বিবরণ
বন্যা	কৃষি	ধানগড়া ইউনিয়নে বন্যার কারণে ২৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৮০০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	ঘর-বাড়ী	বন্যার কারণে ১০০০ টি পরিবারের ঘরবাড়ী তলিয়ে গিয়ে ৩০০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।
	রাস্তাঘাট	বন্যার কারণে ৩৫ কি. মি. রাস্তা ঘাটের ব্যাপকক্ষতি হয়ে জন সাধারণ (বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের) চলাচলের চরম দূর্ভোগ সহ প্রায় ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলে যাওয়ার চমর ব্যঘাত ঘটতে পারে।
	ব্রীজ-কালভার্ট	বন্যার কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের ১০ টি ব্রীজ ও ১১ টি কালভার্ট ভেঙে ও দুই পাশের মাটি ধ্বসে চলাচল ও ব্যবস্থা-বাণিজ্যের চরম সমস্যা হতে পারে।
	স্বাস্থ্য-পুষ্টি	বন্যার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসাসেবা ও পুষ্টিকর খাবার সংকটের কারণে স্বাস্থ্যহানী ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	খাদ্যাভাব	বন্যার কারণে ভুমিহীনদের চরম খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।
নদীভাঙ্গন	কৃষি	ধানগড়া ইউনিয়নের নদীভাঙ্গনের কারনে নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রায় ৫০০ একর কৃষি ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে প্রায় ১০০০ টি কৃষক পরিবার হত দরিদ্র হওয়ার আশংকা আছে।
ঝড়	কৃষি	ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে কৃষি নির্ভর ১২০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।
	গাছপালা ও ঘরবাড়ী	ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের ব্যাপক পরিমান গাছপালা এবং প্রায় ৬০০ টি ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ২৫০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।
জলাবদ্ধতা	কৃষি	ধানগড়া ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৭০০ একর জমি সময়মত চাষের আওতায় না আনতে পেরে ফসলের ব্যাপকফলন কমে ১০০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।
শিলাবৃষ্টি	কৃষি	শিলাবৃষ্টির কারণে ৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
খরা	কৃষি	খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।
রোগ বালাই	কৃষি/মৎস	ধানগড়া ইউনিয়নে রোগ বালাইয়ের কারণে কৃষি ও মৎস চাষের ক্ষতি হয়ে খাদ্য ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।

১২.২ ঝুঁকির বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন ঃ

প্রক্রিয়া ঃ খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আসার পর সেখান থেকে চতুর্থ কাজ অর্থাৎ ঝুঁকি নির্বাচন করতঃ অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে চারটি দলের কাজ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়। যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাবনা	ঝুঁকির পর্যায়	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ধানগড়া ইউনিয়নে বন্যার কারণে ২৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৮০০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	▪বীজের সংকট হতে পারে। ▪দারিদ্রতা বেড়ে যেতে পারে। ▪খাদ্যের অভাব হতে পারে। ▪অর্থের অভাব হতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারণে ১০০০ টি পরিবারের ঘরবাড়ী তলিয়ে গিয়ে ৩০০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	▪হতদরিদ্রতার হার বেড়ে যেতে পারে। ▪ঋণ গ্রস্থ হতে পারে। ▪স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হতে পারে। ▪আশ্রয়ের সমস্যা হতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারণে ৩৫ কি. মি. রাস্তা ঘাটের ব্যাপকক্ষতি হয়ে জন সাধারণ (বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের) চলাচলের চরম দূর্ভোগ সহ প্রায় ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলে যাওয়ার চমর ব্যঘাত ঘটতে পারে।	▪সময় বেশি লাগতে পারে। ▪ব্যয় বৃদ্ধি হতে পারে। ▪ব্যবসা বানিজ্যে সমস্যা হতে পারে। ▪ছাত্র-ছাত্রী ঝরে যেতে পারে। ▪লেখাপড়ার মান ক্ষুন্ন হতে পারে। ▪শিক্ষার হার কমে যেতে পারে।	বেশী	২-৫ বছরে একবার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারণে ইউনিয়নের ১০ টি ব্রীজ ও ১১ টি কালভার্ট ভেঙ্গে দুই পাশের মাটি ধ্বসে চলাচল ও ব্যবস্থা-বাণিজ্যের চরম সমস্যা হতে পারে।	▪ঋণ গ্রস্থ হতে পারে। ▪স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হতে পারে। ▪পুষ্টিহীনতার কারণে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। ▪ব্যয়বহুল চিকিৎসার কারণে দরিদ্রতা বেড়ে যাবে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসাসেবা ও পুষ্টিকর খাবার সংকটের কারণে স্বাস্থ্যহানী ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।	▪সময় বেশি লাগতে পারে। ▪ব্যয় বৃদ্ধি হতে পারে। ▪ব্যবসা বানিজ্যে সমস্যা হতে পারে।	বেশী	২-৫বছরে একবার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারণে ভুমিহীনদের চরম খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	▪দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ▪অপুষ্টিজনিত রোগের ভুগতে পারে। ▪ঋণ গ্রস্থ হতে পারে। ▪জীবনের উপর চরম ঝুঁকি আসতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ধানগড়া ইউনিয়নের নদীভাঙ্গনের কারনে নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রায় ৫০০ একর কৃষি ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে প্রায় ১০০০ টি কৃষক পরিবার হত দরিদ্র হওয়ার আশংকা আছে।	■অর্থের অভাব হতে পারে। ■খাদ্যের অভাব হতে পারে। ■ঋণগ্রস্থ হতে পারে। ■দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ■পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে কৃষি নির্ভর ১২০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	■অর্থের অভাব হতে পারে। ■ঋণগ্রস্থ হতে পারে। ■দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ■পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের ব্যাপক পরিমান গাছপালা এবং প্রায় ৬০০ টি ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ২৫০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	■বাসস্থানের সমস্যা হতে পারে। ■ঋণ গ্রস্থ হতে পারে। ■প্রাণহানী ঘটতে পারে। ■কাঠ/জ্বালানী কাঠের সংকট হতে পারে। ■গাছপালা/ফলমূলের অভাব হতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধানগড়া ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৭০০ একর জমি সময়মত চাষের আওতায় না আনতে পেরে ফসলের ব্যাপকফলন কমে ১০০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	■দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ■অর্থের অভাব হতে পারে। ■সম্পদ হানী ঘটতে পারে। ■বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
শিলাবৃষ্টির কারণে ৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	■খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। ■বীজের অভাব দেখা দিতে পারে। ■দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাবএবং এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।	■পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। ■পানি বাহিত রোগের প্রদুর্ভার দেখা দেবে। ■অর্থের অভাব হতে পারে। ■ঋণগ্রস্থ হতে পারে।	মাঝারী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	মাঝারী ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধানগড়া ইউনিয়নে রোগ বালাইয়ের কারণে কৃষি ও মৎস চাষের ক্ষতি হয়ে খাদ্র ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।	■আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ■দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ■ভাল বীজের অভাব দেখা দিতে পারে। ■অপুষ্টিজনীত রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পারে।	বেশী	২-৫ বছরে একবার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

১৩. ঝুঁকি নিরসনের জন্য খসড়া বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন

১৩.১ ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে ঝুঁকির অগ্রাধিকার তালিকা প্রদর্শন এবং অংশগ্রহনকারীদের মাঝে আলোচনা করা হয় তারপর ঝুঁকির কারণ বিশ্লেষন (তাৎক্ষনিক, মাধ্যমিক ও চুড়ান্ত) ও নিরসনেরর সম্ভাব্য উপায় (স্বল্প ,মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিবরণ	কারণ			ঝুঁকি নিরসনের উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ধানগড়া ইউনিয়নে বন্যার কারণে ২৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৮০০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	❑ আগাম সংকেত না থাকা। ❑ অতিবৃষ্টি। ❑ অপরিকল্পিত ভাবে ফসল চাষ করা ❑ উজানে বাধ ভাঙ্গা।	❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ না থাকা।	❑ আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন। ❑ পানির উচ্চতা বৃদ্ধি। ❑ অধিকহারে গাছপালা কর্তৃন।	❑ বন্যা সহনীয় ফসল চাষ করা। ❑ উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা। ❑ সঠিক সময়ে বন্যার সতর্কীকরণ পৌছানো।	❑ রাস্তা উঁচু করা।	❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান।
বন্যার কারণে ১০০০ টি পরিবারের ঘরবাড়ী তলিয়ে গিয়ে ৩০০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	❑ আগাম সংকেত না থাকা। ❑ অতিবৃষ্টি। ❑ ঘরবাড়ী নিচু স্থানে অবস্থিত। ❑ উজানে বাধ ভাঙ্গা।	❑ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ❑ বৃক্ষ নিধন।	❑ আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন। ❑ পানির উচ্চতা বৃদ্ধি।	❑ বাড়ী উঁচু স্থানে নির্মান করা। ❑ শক্ত খুঁটি দিয়ে বাড়ি নির্মন করা। ❑ দ্রুত পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করা। ❑ বন্যার পূর্বাভাস দেয়া।	❑ বাড়ী নির্মানের জন্য বিনা শর্তে ঋণ প্রদান। ❑ বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো।	❑ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা। ❑ বন্যা মোকাবেলার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
বন্যার কারণে ৩৫ কি. মি. রাস্তা ঘাটের ব্যাপকক্ষতি হয়ে জন সাধারণ (বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের) চলাচলের চরম দূর্ভোগ সহ প্রায় ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলে যাওয়ার চমর	❑ রাস্তায় বেলে মাটি থাকা। ❑ রাস্তার দুপাশে বনায়ন ও দুর্বা ঘাস না থাকা। ❑ রাস্তা উচু না থাকা।	❑ রাস্তা মেরামত ও সংস্কার না করা। ❑ রাস্তার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কমিটি না থাকা।	❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ না থাকা। ❑ অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মান।	❑ রাস্তা উঁচু করা। ❑ রাস্তা মেরামত / সংস্কার করা। ❑ ইউডিএমসি-র উদ্যোগে নৌকা তৈরী করে পারাপারের	❑ রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো। ❑ রাস্তার দুই পাশে ঘাস লাগানো।	❑ পরিকল্পিতভাব রাস্তাঘাট নির্মান করা। ❑ পরিকল্পিতভাব ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান করা। ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান

ব্যঘাত ঘটতে পারে।				ব্যবস্থা করা।		করা। ❑ বন্যা মোকাবেলার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
বন্যার কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের ১০ টি ব্রীজ ও ১১ টি কালভার্ট ভেঙে ও দুই পাশের মাটি ধ্বসে চলাচল ও ব্যবস্থা-বাণিজ্যের চরম সমস্যা হতে পারে।	❑ নিরাপদ পানি না পাওয়া। ❑ সঞ্চয়ী না হওয়া। ❑ স্বাস্থ্য সচেতন না থাকা।	❑ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স না থাকা। ❑ চিকিৎসকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকা।	❑ সরকারী/বেসরকারীউদ্যাগে দুর্যোগকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ না করা। ❑ অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা।	❑ গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। ❑ স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।	❑ দুর্যোগকালীন সময়ে ইউডিএমসিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।	❑ সরকারী/বে-সরকারী উদ্দ্যেগে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তৈরী করা।
বন্যার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসাসেবা ও পুষ্টিকর খাবার সংকটের কারণে স্বাস্থ্যহানী ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।	❑ উজানে বাধ ভাঙ্গা। ❑ ব্রীজ/কালভার্ট সংস্কার/মেরামত না করা। ব্রীজ/কালভার্টের ধারে বৃক্ষ রোপন না করা।	❑ বন্যার পানি খরস্রোতা হওয়া।	❑ অপরিকল্পিতভাবে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান। ❑ বাস্ত বায়কারী সংস্থার অস্বচ্ছতা।	❑ ব্রীজ/কালভার্ট এর দুই পাশে ব্লক দেয়া। ❑ ব্রীজ/কালভার্টের পাশে গাছ লাগানো।	❑ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রীজ/কালভার্ট প্রশস্ত করা।	❑ পরিকল্পিত ভাবে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান করা।
বন্যার কারণে ভুমিহীনদের চরম খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	❑ দরিদ্র হওয়া। ❑ কর্ম সংস্থান না থাকা।	❑ সঞ্চয় না করা।	❑ সরকারী/বেসরকারী ভাবে খাদ্য সংকট নিরসনে স্থায়ী পদক্ষেপ না নেয়া।	❑ তাৎক্ষনিক খাদ্য সরবরাহ করা। ❑ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	❑ বিনা শর্তে ঋণ দেয়া। ❑ সরকারী উদ্যোগে খাস জমি বরাদ্দ দেয়া	❑ খাদ্য সমস্যা সমাধান ও সাবলম্বী করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ
ধানগড়া ইউনিয়নের নদীভাঙ্গনের কারনে নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রায় ৫০০ একর কৃষি ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে প্রায় ১০০০ টি কৃষক পরিবার হত দরিদ্র হওয়ার	❑ নদীতে চর পড়া। ❑ জমি নদীর তীরবর্তী স্থানে হওয়া। ❑ অপরিকল্পিতভাবে ফসল চাষ করা। দুর্যোগ পূর্বাভাস	❑ স্বল্প সময়ে উৎপাদন যোগ্য ফসল চাষ না করা। ❑ উজানে বাঁধ না থাকা। ❑ গ্রোয়েন বাঁধ না থাকা।	❑ সরকারী/বেসরকারী উদ্দ্যেগে নদী ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা না করা।	❑ দুর্যোগ পূর্বাভাসের ব্যবস্থা করা। ❑ স্বল্প সময়ে উৎপাদিত ফসল চাষ করা।	❑ নদী খনন করা।	❑ গ্রোয়েন বাঁধ নির্মান করা।

আশংকা আছে।	না পাওয়া।					
ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে কৃষি নির্ভর ১২০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	❑ সময়মত আবহাওয়ার সঠিক বার্তা না পাওয়া। ❑ স্বল্প মেয়াদী উৎপাদনশীল ফসল চাষ না করা।	❑ পরিকল্পিতভাবে ফসল চাষ না করা।	❑ বৃক্ষ নিধন।	❑ সময়মত ঝড়ের পুর্বাভাস দেয়া।	❑ যথা সময়ে ফসল রোপক/বোপন করা। ❑ কৃষকদের মাঝে বিনা শর্তে ঋণ প্রদান করা।	❑ পর্যাপ্ত পরিমানে বৃক্ষ রোপন করা।
ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের ব্যাপক পরিমান গাছপালা এবং প্রায় ৬০০ টি ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ২৫০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	❑ ব্যাপক হারে গাছপালা নিধন। ❑ পূর্ব প্রস্তুতির অভাব। ❑ ঘর-বাড়ীর কাঠামো দূর্বল। ❑ সময়মত আবহাওয়ার সঠিক ভার্তা না পাওয়া।	❑ বৃক্ষ রোপন না করা। ❑ ঘরবাড়ী শক্ত খুঁটি দিয়ে মজবুত না করা।	❑ পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ❑ ওজন স্তরের ক্ষতি।	❑ দুর্যোগ পূর্বাভাসের ব্যবস্থা করা। ❑ বাড়ীর পাশে বৃক্ষ রোপন করা। ❑ ঘরবাড়ী সময়মত মেরামত করা।	❑ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা। ❑ শক্তখুঁটি দিয়ে ঘরবাড়ী নির্মান।	❑ সরকারী উদ্যোগে বাড়ী নির্মানের জন্য এককালীন আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করা।
ধানগড়া ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৭০০ একর জমি সময়মত চাষের আওতায় না আনতে পেরে ফসলের ব্যাপকফলন কমে ১০০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	❑ পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা না থাকা। ❑ তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা না করা। ❑ অসময়ে বন্যা। ❑ অতিবৃষ্টি।	❑ খাল পুনঃখনন না করা। ❑ স্লুইচ গেইট না থাকা।	❑ অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মান। ❑ স্থানীয় ভাবে উদ্যোগের অভাব।	❑ তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা করা। ❑ খাল পুনঃখনন করা।	❑ নতুন খাল খনন করা।	❑ প্রয়োজনীয় স্থানে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান করা। ❑ স্লুইচ গেইট নির্মান।
শিলাবৃষ্টির কারণে ৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	❑ ভুপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়া। ❑ বৃক্ষ নিধন। ❑ স্বল্প মেয়াদে উৎপাদনশীল ফসল চাষ না করা।	❑ বৃক্ষ রোপন না করা।	❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ❑ ওজন স্তরের ক্ষতি। ❑ পৃথিবীর তাপমাত্রা স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি।	❑ উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন করা। ❑ শিলাবৃষ্টি সহনীয় ফসল রোপন করা।	❑ বিনা শর্তে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা।	❑ পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপন করা।

খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।	❑ অনাবৃষ্টি। ❑ গভীর নলকুপের সাহায্যে সেচ কার্য পরিচালনা না করা।	❑ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।	❑ ওজন স্তরের ক্ষতি। ❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ❑ ব্যপকহারে বৃক্ষ নিধন।	❑ পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও গভীর নলকুপের ব্যবস্থা করা।	❑ সরকারী উদ্যোগে বিদ্যুত চালিত গভীর নলকুপের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা করা।	❑ সরকারী উদ্যোগে খাল খননের ব্যবস্থা করা। ❑ বৃক্ষ রোপন করা।
ধানগড়া ইউনিয়নে রোগ বালাইয়ের কারণে কৃষি ও মৎস চাষের ক্ষতি হয়ে খাদ্য ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।	❑ সময়মত প্রতিষেধক প্রয়োগ না করা। ❑ সঠিক সময়ে সঠিক রোগ সনাক্ত না করা।	❑ সঠিক ঔষধ সহজে না পাওয়া। ❑ প্রশিক্ষণ না থাকা।	❑ কৃষি ও মৎস্য অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ না করা।	❑ কৃষি ও মৎস্য অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ❑ সঠিক রোগ নির্নয় পূর্বক বিজ্ঞান সম্মত রোগ প্রতিরোধক প্রয়োগ করা।	❑ উন্নতজাতের জীবানুমুক্ত বীজ সংগ্রহ করে ব্যবহার করা। ❑ সুস্থ পোনা মাছ সংগ্রহ করে চাষ করা।	❑ উপকারী পাখির বিলুপ্তি রোধ করা।

১৩.২ ঝুঁকিহ্রাসের উপায় ও কৌশল সমন্বয়করণ

ঝুঁকিহ্রাস উপায়/কৌশল	কোন্ কোন্ ঝুঁকিহ্রাস করবে
সেচের খাল খনন	❑ খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে। ❑ ধানগড়া ইউনিয়নের নদীভাঙ্গনের কারনে নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রায় ৫০০ একর কৃষি ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে প্রায় ১০০০ টি কৃষক পরিবার হত দরিদ্র হওয়ার আশংকা আছে। ❑ ধানগড়া ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৭০০ একর জমি সময়মত চাষের আওতায় না আনতে পেরে ফসলের ব্যাপকফলন কমে ১০০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।
প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	❑ বন্যার কারণে ১০০০ টি পরিবারের ঘরবাড়ী তলিয়ে গিয়ে ৩০০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে। ❑ বন্যার কারণে ৩৫ কি. মি. রাস্তা ঘাটের ব্যাপকক্ষতি হয়ে জন সাধারণ (বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের) চলাচলের চরম দূর্ভোগ সহ প্রায় ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলে যাওয়ার চমর ব্যঘাত ঘটতে পারে।
বৃক্ষ রোপন করা	❑ খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে। ❑ শিলাবৃষ্টির কারণে ৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ❑ ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে কৃষি নির্ভর ১২০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।
খাল পুন খনন করা	❑ ধানগড়া ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৭০০ একর জমি সময়মত চাষের আওতায় না আনতে পেরে ফসলের ব্যাপকফলন কমে ১০০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ❑ খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে। ❑
বাধ নির্মান	❑ বন্যার কারণে ১০০০ টি পরিবারের ঘরবাড়ী তলিয়ে গিয়ে ৩০০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে। ❑ ধানগড়া ইউনিয়নের নদীভাঙ্গনের কারনে নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রায় ৫০০ একর কৃষি ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে প্রায় ১০০০ টি কৃষক পরিবার হত দরিদ্র হওয়ার আশংকা আছে।

১৩.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন ঃ

ঝুঁকির বর্নণা	ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার
খরার কারণে ৮০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৪০০টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।	১
ধানগড়া ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় ৭০০ একর জমি সময়মত চাষের আওতায় না আনতে পেরে ফসলের ব্যাপকফলন কমে ১০০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	২
বন্যার কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের ১০ টি ব্রীজ ও ১১ টি কালভার্ট ভেঙে ও দুই পাশের মাটি ধ্বসে চলাচল ও ব্যবস্থা-বাণিজ্যের চরম সমস্যা হতে পারে।	৩
বন্যার কারণে ১০০০ টি পরিবারের ঘরবাড়ী তলিয়ে গিয়ে ৩০০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	৪
ধানগড়া ইউনিয়নে বন্যার কারণে ২৬০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৮০০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	৫
ধানগড়া ইউনিয়নের নদীভাঙ্গনের কারনে নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রায় ৫০০ একর কৃষি ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে প্রায় ১০০০ টি কৃষক পরিবার হত দরিদ্র হওয়ার আশংকা আছে।	৬
ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে কৃষি নির্ভর ১২০০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	৭
বন্যার কারণে ৩৫ কি. মি. রাস্তা ঘাটের ব্যাপকক্ষতি হয়ে জন সাধারণ (বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের) চলাচলের চরম দূর্ভোগ সহ প্রায় ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলে যাওয়ার চমর ব্যঘাত ঘটতে পারে।	৮
বন্যার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসাসেবা ও পুষ্টিকর খাবার সংকটের কারণে স্বাস্থ্যহানী ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।	৯
বন্যার কারণে ভুমিহীনদের চরম খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	১০
ঝড়ের কারণে ধানগড়া ইউনিয়নের ব্যাপক পরিমান গাছপালা এবং প্রায় ৬০০ টি ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ২৫০ টি পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	১১
শিলাবৃষ্টির কারণে ৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	১২
ধানগড়া ইউনিয়নে রোগ বালাইয়ের কারণে কৃষি ও মৎস চাষের ক্ষতি হয়ে খাদ্র ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।	১৩

১৩.৪ বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (মুল উপায়) ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে অগ্রাধিকার ভিত্তিক উপায় বাস্তবায়নের জন্য এর সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষনের ছক প্রদর্শন ও আলোচনা করা হয় । আলোচনার বিষয়বস্তু ছক আকারে ব্যাখ্যা করা হয় । উক্ত উপায়গুলি বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক/সামাজিক,কারিগরী/অর্থনৈতিক,পরিবেশগত,স্থায়ীত্ব বিষয়ে মতামতের ভিত্তিতে তথ্যাদি নেয়া হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

মূল উপায়	উদ্দেশ্য	রাজনৈতিক/সামাজিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়িত্ব
সেচের খাল খনন	❑ জলাবদ্ধতা দূর করা । ❑ সেচের জন্য পানি সংরক্ষন	❑ রাজনৈতিক ভাবে নেতিবাচক প্রভাব পরবেনা । ❑ চাষাবাদের ব্যাপকসুবিঘা হবে । ❑ সাময়িকভাবে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে ।	❑ ত্রা.পু..অ. ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন । ❑ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন ।	❑ জলাবদ্ধতা দূর হলে পরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে ।	❑ প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রেজিং করে খালের গভীরতা রক্ষা করতে হবে ।
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ খরার সময় পানির চাহিদা মেটানো । ❑ সেচের জন্য পানি সংরক্ষন জলাবদ্ধতা দূর করা ।	❑ রাজনৈতিক ভাবে নেতিবাচক প্রভাব পরবেনা । ❑ চাষাবাদের ব্যাপকসুবিঘা হবে । ❑ সাময়িকভাবে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে ।	❑ এলজিইডি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন । ❑ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন ।	❑ খরার সময় পানির চাহিদা পুরন হলে কৃষক উপকৃত হবে । ❑ মানুষ শান্তিতে থাকবে । ❑	❑ কমিটি গঠন করে এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে ।
বাধ নির্মান	❑ নদী ভাঙ্গন রোধ হবে ।	❑ বন্যার সময় স্রোতের এবং ঢেউয়ের আঘাতে নদীর পাড় রক্ষা পাবে । গ্রাম ভেঙ্গে নদীর ভিতর যাবে না ।	❑ ত্রা.পু.অ. ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন	❑ দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা হবে । ❑ স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ।	❑ বাধের উপর বোল্ডার স্থাপন করতে হবে ।

১৩.৫ বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (বিকল্প উপায়) ঃ

বিকল্প উপায়	উদ্দেশ্য	রাজনৈতিক/সামাজিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়িত্ব
প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	❑ সহজে বন্যা মোকাবেলা করতে পারবে।	❑ সকলে উপকৃত হবে। ❑ ব্যক্তি সমাজ সকলে উপকৃত হবে।	❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায়।	❑	❑ দুর্যোগকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ গুলি কাজে লাগানো।
বৃক্ষ রোপন করা	❑ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে। ❑ ঝড় প্রতিরোধ হবে। ❑ রাস্তা ভাঙ্গন কম হবে।	❑ রাজনৈতিক ভাবে নেতিবাচক প্রভাব পরবেনা। ❑ সামাজিকভাবে এলাকার লোক উপকৃত হবে।	❑ ইউনিয়ন পরিষদ ❑ স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ও সরকার।	❑ দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে বৃক্ষ অনন্য ভুমিকা রাখবে।	❑ কমিটি গঠন করে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
খাল পুন খনন করা	❑ সেচের জন্য পানি সংরক্ষন ❑ ❑ জলাবদ্ধতা দূর করা।	❑ চাষাবাদের ব্যাপকসুবিঘা হবে। ❑ সাময়িকভাবে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে।	❑ ত্রা.পু.অ. ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন। ❑ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন।	❑ জলাবদ্ধতা দূর হলে পরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।	❑ প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রেজিং করে খালের গভীরতা রক্ষা করতে হবে।

১৩.৬ চলমান কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
দুর্যোগ পূর্বাভাসের ব্যবস্থা করা ।	❑ নিষ্ক্রিয়	সনাতন পদ্ধতি
সেচের খাল খনন	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ চলমান কার্যক্রম নেই	-
প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
বৃক্ষ রোপন করা	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
বাধ নির্মান	❑ চলমান কার্যক্রম নেই	--
স্পার নির্মান	❑ চলমান কার্যক্রম নেই ।	--

১৩.৭ বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (মূল উপায়) ঃ

মূল উপায়	কে করবে	কখন	কিভাবে	কোথায়	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
সেচের খাল খনন	❑ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ❑ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	❑ দুর্যোগের পূর্ব মূহুর্ত	❑ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এলাকার সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগীতায় ।	❑ বালিদহ থেকে আটঘরিয়া পর্যন্ত	৪০ লক্ষ টাকা	৬ কি.মি.
বাধ নির্মান	❑ পানি উন্নয়ন বোর্ড ❑ স্থানীয় সরকার ❑ ত্রা.পু.অ.	ডিসেম্বর - মার্চ	❑ স্থানীয় ঠিকাদার ❑ ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় মজুর নিয়োগ করে ।	❑ ঝাপড়া অধিরামপুর হতে রায়গঞ্জ থানা পর্যন্ত	৭০-৮০ লক্ষ	৪ কি.মি.
স্পার নির্মান	❑ পানি উন্নয়ন বোর্ড ❑ স্থানীয় সরকার ❑ এলজিইডি	ডিসেম্বর - মার্চ	❑ স্থানীয় ঠিকাদার ❑ ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় মজুর নিয়োগ করে ।	❑ ধানগড়া ইউনিয়নের মহেশপুর ও কুঠিরচর এলাকায়	❑ ৫০-৬০ লক্ষ টাকা	❑ কমিটি গঠন করে এর দেখাশুনা করতেহবে ।

১৩.৮ বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিকল্প উপায়) ঃ

বিকল্প উপায়	কে করবে	কখন	কিভাবে	কোথায়	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ এলজিইডি; ❑ ইউডিএমসি ❑ জনস্বাস্থ্য বিভাগ	❑ শুস্ক মৌসুমে ❑ (কার্তিক হতে বৈশাখ)	❑ এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়ন ❑ সরকারী বেসরকারী ভাবে বাস্তবায়ন ❑ ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারদের অর্ন্তভূক্ত করে বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে	❑ ধানগড়া ইউপির বিভিন্ন গ্রামে	❑ ২০ লক্ষ প্রায়	-
প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও ও স্থানীয় সংস্থা ।	❑ উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে ।	❑ স্থানীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে ।	❑ নিজ এলাকায় ।	❑ ২ লক্ষ টাকা	❑ সঠিক লোক যেন চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষন পায় ও প্রয়োজনের সময় কাজে লাগায়
বৃক্ষ রোপন করা	❑ বনবিভাগ ❑ এনডিপি ❑ নিজ উদ্যোগে	❑ এপ্রিল থেকে জুন	❑ ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগনের নিজ উদ্যোগে ।	❑ বাড়ির সীমানা, রাস্তাঘাট , নদী ও খালের ধারে ।	❑ ১০ লক্ষ	❑ গ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগীতায় বাস্ত বায়ন ।

১৪ । ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা

১৪.১ । সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডারদের মতামত ঃ

- রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে ফাগুন চৈত্র মাসের পরিবর্তে শুষ্ক মৌসুম অর্থাৎ পৌষ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত বর্ধিত করার মতামত দেন ।
- বাস্তবায়নযোগ্য সকল কাজ ইউপি সদস্য, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের যৌথ সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে কাজ করার মতামত দেন ।
- রাস্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য একটি রক্ষনাবেক্ষন কমিটি গঠন করার মতামত দেন ।

১৫. চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষনীয় দিক ঃ

চ্যালেঞ্জ ঃ

- উপযুক্ত অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও নারী অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ।
- সরকারী কর্মকর্তা বিশেষ করে উপজেলা পরিষদের অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা ।
- সার সংকট থাকায় কৃষক শ্রেনীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।

শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের প্রথম দিকে তথ্য প্রদানে মতামত দেওয়ার প্রবনতা কম থাকলেও পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তাদের মতামত দেওয়ার প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায় ।
- এ ধরনের কর্মশালায় স্থানীয় জনগোষ্ঠির বিশেষত নারী প্রতিবন্ধী ও ভুমিহীন অংশগ্রহণকারীগণ ঝুকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রনয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে ।
- সিআরএ প্রক্রিয়াটি অত্যান্ত কার্যকরী ছিলো যার ফলে জনগোষ্ঠির মতামতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে ।

৮ উপসংহার ঃ

ইউনিয়নের জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আপদের সাথে যুদ্ধ করে জীবনযাপন করছে । সিআরএ কর্মশালার মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে উক্ত ইউনিয়নের বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি এবং নিরসনের উপায় । কর্মশালা চলাকালীন সময়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ভূমিহীন, প্রতিবন্ধী, নারী ও কৃষক দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল প্রানবন্ত ও স্বতঃস্ফুর্ত এবং তারা সিআরএ সকল পদ্ধতিকে অনুসরন করে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে তাদের এলাকার বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করেছেন । এছাড়া কর্মশালার প্রথম ও চুড়ান্ত পরিকল্পনায় পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারগণ মতামত প্রদান করায় চুড়ান্ত পরিকল্পনাটি সংযোজন বিয়োজন করাতে পরিকল্পনাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । এই পরিকল্পনাটি আংশিকও যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে প্রকৃত অর্থে জনগোষ্ঠির ঝুকিহ্রাস পাবে ।

পরিশিষ্টঃ

ষ্টেক হোল্ডার পরিচিতি:

১. অংশগ্রহনকারীদের নাম, পিতা/মাতার নাম, বয়স ও ঠিকানা (ডিএমসি, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী ষ্টেকহোল্ডার)

প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম	দল	ওয়ার্ড নং
০১	মো: খায়রুল ইসলাম	মৃত, আ: হামিদ	৪৫	এসএএও	ভূমিহীন	৩
০২	আলম সরকার	মৃত, মেজবার সরকার	৩৮	লক্ষী কোলা	ভূমিহীন	৭
০৩	নাজমুল হক	মসলেম উদ্দীন	৩৮	,,	ভূমিহীন	৭
০৪	আজিজল হক	মৃত, শসসের আলী	৪৫	নলছিয়া	ভূমিহীন	৫
০৫	ইলিয়াস আকন্দ	আবু সাইদ সরকার	৪৫	রনতিথা	ভূমিহীন	৪
০৬	শহিদুল ইসলাম	মাহমুদুল ইসলাম	৪৫	নলছিয়া	ভূমিহীন	৫
০৭	দবির উদ্দিন	মো: বাহার উদ্দীন	৪৫	করিলা বাড়ি	ভূমিহীন	২
০৮	মাছুদা খাতুন	আ: মালেক	৩৫	লাহোড়	প্রতিবন্ধী	৬
০৯	আমানউল্লাহ	মৃত, ইমরান খান	৫০	ধানগড়া	প্রতিবন্ধী	৪
১০	রফিকুল ইসলাম	জয়নাল আবেদীন	৪৫	,,	প্রতিবন্ধী	৪
১১	মাজেদা খাতুন	শফিকুল ইসলাম	৩৫	রায়গঞ্জ	প্রতিবন্ধী	৬
১২	রোকয়া বেগম	আমানউল্লাহ	৪৫	ধানগড়া	প্রতিবন্ধী	৪
১৩	হোসনেয়ারা বেগম	স্বামী আলম সরকার	৩৮	লক্ষী কোলা	মহিলা	৭
১৪	শেফালী বেগম	বাতেন	৪৮	ধানগড়া	মহিলা	৪
১৫	হালিমা বেগম	ইলিয়াস আকন্দ	৩৫	রনতিথা	মহিলা	৪
১৬	চামেলী বেগম	শাহীন সেখ	৩৫	লাহোর	মহিলা	৬
১৭	আন্না খাতুন	সুজাবত আলী	৫০	চর জয়েনপুর	মহিলা	৯
১৮	সাহেদা বেগম	মৃত সমশের আলী	৫০	ঝাপড়া হরিচরন	মহিলা	১
১৯	লেবু মিয়া	কেরামত আলী	৫৫	রৌহা	কৃষক	৮
২০	আয়নাল হক	ফকির মাহামুদ	৫৫	পাল পাড়া	কৃষক	৪
২১	মুরাদুজ্জামান	ওমর আলী	২৫	বেতুয়া	কৃষক	৫
২২	ছানোয়ার হোসেন	দারোগ আলী	৪৫	শৌলি আবুদিয়া	কৃষক	৩
২৩	চান মোহাম্মাদ	ধানু আকন্দ	৪৫	তেলিজানা	কৃষক	৬
২৪	শাজাহান আলী	জাবেদ আলী	৪৫	ভিকমপুর	কৃষক	৯

সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম	পদবী
০১	অজিত কুমার সরকার	মৃত হরিদাস সরকার	৪৮	ধানগরা	উপজেলা কৃষি অফিসার
০২	মোজাম্মেল হক	মসলেম উদ্দীন	৪৫	ধানগরা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
০৩	মোশারফ হোসেন	মৃত ময়নুল হক	৫৫	ধানগরা	চেয়ারম্যান ধানগড়া
০৪	খায়রুল ইসলাম	মৃত, আ: হামিদ	৪৫	ধানগরা	এসও
০৫	আ: জলিল	মৃত, চানাউল্লাহ	৪৮	ধানগরা	,,
০৬	আমিনুল ইসলাম	মৃত: হোসেন আলী	৫৫	ধানগরা	ইউপি সচিব
০৭	শিউলী ইয়াসমিন	দুলাল সেখ	৪২	ধানগরা	গন্যমান্য ব্যক্তি

সংযুক্তিঃ **সিআরএ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের ছবি**

ধানগড়া ইউনিয়নে সিআরএ কালিন অংশগ্রহণকারী কৃষক দল
তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করছে ।